আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১৭

গাড়ির মিস্ত্রি নাট-বল্টু



'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১৭

গাড়ির মিস্ত্রি নাট-বল্টু

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন



'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো





আয় রে জলদি ঘরের বার,
করবি ব্যায়াম বাঁধ রে সার।
ছাড় কুঁড়েমি, আয় রে আয়,
নইলে সকাল বৃথাই যায়।

ব্যায়ামচর্চার এই গানটি লিখেছিল কবি ফুলকুমার। এইটা গেয়েই নাট আর বল্টু তাদের দিন শুরু করল।

তখন সবে ভোর হয়েছে। সবুজপুরে সকলে তখনও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু নাট আর বল্টু ততক্ষণে গান গেয়ে রাস্তায় দমদম ক'রে পা ফেলে চলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম ক'রে চলছে। গতকালই ওরা জানত যে খুকুদের গাড়ি মেরামত করার জন্য সকালে ওদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তাই ভোরের আলো দেখা দেওয়ার বেশ খানিকটা আগে থাকতে ওরা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে, দাবি করেছে ওদের যেন এক্ষুনি ছেড়ে দেওয়া হয়। মধুমালতী আবার

ঝুটঝামেলা একেবারে সহ্য করতে পারে না, তাই ওদের জামাকাপড় দিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় বিদেয় ক'রে দিতে বলল।

দূর থেকে ওদের গান শুনতে পেয়ে খুকুদের অনেকে উঠেছে। তারা এখন জানলা দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করেছে। কেউ কেউ আবার রাস্তায় পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে।

'এই খুকুরা, তোমাদের এখানে গাড়ির গ্যারেজটা কোথায়?' নাট চিৎকার ক'রে বলল।

ওর ডাকে সাড়া দিল একটা খুকু, যার মাথার টুপিটা লাল, গায়ের লম্বা কোর্তাটা নীল রঙের আর কোর্তার কলারটা ফুরফুরে — কালচে-বাদামী শুঁয়োপোকার তৈরি। সে বলল, 'আমার সঙ্গে চলে এসো, আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেখাও তাহলে, কোথায় আমাদের যেতে হবে — ডাইনে না বাঁয়ে?' নাট বলল।

ওদের চামড়ার কোর্তার ওপর চোখ পড়তে আগ্রহভরে দেখতে দেখতে খুকু জবাব দিল, 'ডাইনে।'



'ডাইনে! কুইক মার্চ!' নাট হুকুম দিল, ঘুরে 'লেফ্‌ট রাইট! লেফ্‌ট রাইট!' বলতে বলতে রাস্তার ওপর পা ফেলে এগিয়ে চলল।

বল্‌টু ওর পেছন পেছন পা ফেলতে লাগল। এদিকে ওদের পথ দেখাতে এসেছিল যে খুকুটি সে ওদের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল।

যে ফটকটার সামনে নাট-বল্‌টুর থামার কথা ছিল চলার উৎসাহে ওরা সেটা ছাড়িয়ে গেল।

খুকু চেঁচাতে লাগল, 'আরে, থামো থামো! তোমরা যে ছাড়িয়ে চলে গেলে!'

'এবাউট টার্ন!' নাট হুকুম দিল।

দুজনেই উলটো দিকে ঘুরে ফিরে এলো ফটকের কাছে। খুকু গেট খুলে দিল। ওরা তিনজনে গিয়ে ঢুকল একটা উঠোনে, যেখানে বাড়ির খানিকটা দূরে দেখা গেল টালি দিয়ে ছাওয়া একটা চালাঘর।





'আহা, গ্যারেজের কি ছিরি! গ্যারেজ কোথায়? এ যে দেখছি একটা ঝরঝরে চালাঘর!' গজগজ ক'রে বলতে বলতে দরজার চওড়া দুটো পাল্লা খুলল বল্টু।

চালার ভেতরে উঁকি মারতে নাট গাড়িটা দেখতে পেল।

আরও কয়েকটি খুকু এবারে এগিয়ে আসে গ্যারেজের কাছে।

নাট বলল, 'বড্ড অন্ধকার এখানে। আচ্ছা, এসো দেখি সব, গাড়িটাকে বার করা যাক।'

'কিন্তু ওটা যে চলে না! নষ্ট হয়ে গেছে যে!' খুকুরা বলল।

'কুছ পরোয়া নেই। আমরা ঠেলে বার করব। ঠেল দেখি পেছন থেকে। মার ঠেলা হেঁইও! আরও ঠেলা হেঁইও!'

গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল। কিঁচকিঁচ ঘ্যাঁসঘ্যাঁস আওয়াজ তুলে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এলো।

নাট আর বল্টু চোখের পলকে সেঁধিয়ে গেল গাড়ির তলায়। খুকুরা চারধারে দাঁড়িয়ে থাকে, হতভম্ব হয়ে উঁকিঝুঁকি মারে গাড়ির চাকার তলায়।



থেকে থেকে গাড়ির তলা থেকে ভেসে আসে: 'হ্ম্‌! ট্যাঙ্কে ছ্যাঁদা হয়েছে!... হ্ম্‌! একটা ইস্কুরুপ খোয়া গেছে!... হ্-উ-ম্‌! সিরাপ যাবার পাইপখানা ফেটে গেছে!'

শেষকালে ওরা বেরিয়ে এলো গাড়ির তলা থেকে।

'আচ্ছা, এবারে ইস্কুরুপ খোলার যন্তর, সাঁড়াশী, হাতুড়ী, রাংঝাল-কাঠি নিয়ে এসো দেখি,' নাট বলল খুকুদের।

'ওসব কিছুই আমাদের নেই।'



'নেই কী রকম? কী আছে তাহলে?'

'করাত আছে। আর আছে কুড়ুল।'

'আরে রামো! কুড়ুল দিয়ে কি আর গাড়ি মেরামত হয়? তোমাদের এখানে কাছে পিঠে কোথাও খোকনরা থাকে?'



'খোকনরা থাকে সেই ঘুড়িপুরীতে।'

'কত দূর?'

'হাঁটা পথে এক ঘণ্টা খানেক।'

'তোমাদের কাছে এক ঘণ্টা। আমরা আরও তাড়াতাড়ি পেঁছুতে পারব। কী করে যেতে হয় আমাদের বলে দাও।'

'এই রাস্তা ধরে ডান দিকে চলে যাও, তারপর সিধে নাক বরাবর। এর পরে পথ চলে গেছে মাঠের ওপর দিয়ে, সেই পথে সিধে — তাহলেই সোজা গিয়ে পড়বে ঘুড়িপুরীতে।'

'আচ্ছা, বুঝেছি,' নাট বলল। 'কুইক মার্চ!' হুকুম দিল সে, কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ বলে উঠল, 'সবুর কর! তোমরা খুকুরা, এবারে খানিকটা ন্যাকড়া যোগাড় ক'রে আন। আমাদের যেতে আসতে যে সময় লাগবে তার মধ্যে গাড়িটা ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে রাখ। গাড়ি, ভাই, এমন জিনিস যে তার সেবাযত্ন দরকার হয়।'



'বেশ, তাই হবে', খুকুরা বলল।

'আচ্ছা, এবারে, কুইক মার্চ!'

দুজনে পা বাড়াল রাস্তার দিকে। ডান দিকে মোড় নেওয়ার পর নাট হুকুম দিল, 'এবারে গান হোক!'

ওরা দুজনে তারস্বরে গাইতে শুরু করে দিল:

আমি আর বন্ধুতে মিলি দুইজনে,
মনের সুখেতে ঘুরি মাঠে ঘাটে বনে,
টিলার চূড়াতে উঠি —
দেখি আহা বাহারের ফুল আছে ফুটি!

হঠাৎ সেখানে দেখি এক কোলাব্যাঙ,
ভীষণ তরাসে কাঁপে আমাদের ঠ্যাঙ।
'বাপ বাপ' বলি ডাক ছাড়ি,
পড়ি মরি ছুটি মোরা বাড়ি।



এই গানটা শেষ হতে ওরা আরেকটা ধরল, তারপর আরও একটা।

দেখতে দেখতে ওরা শহর ছাড়িয়ে চলে এলো, চলতে লাগল মেঠো পথ ধরে। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে চোখে পড়ল ঘুড়িপুরী। ঠিক এই সময় নাট আর বল্টু পথের মাঝখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। কাছে গিয়ে দেখে গাড়ির তলায় শুয়ে আছে এক টুকুন। তার মাথা আর বুক পুরোপুরি গাড়ির ডালার নীচে আড়াল পড়ে আছে, বাইরে বেরিয়ে আছে শুধু কালো ঝুলিকালি মাখা প্যাণ্টপরা একজোড়া ঠ্যাঙ।

'কী হল ভাই, শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছ নাকি?' বল্টু হেঁকে বলল।

টুকুন গাড়ির তলা থেকে কালো কোঁকড়া চুলভর্তি মাথাখানা বার করে বলল, 'আর বোলো না ভাই, গাড়ির নীচে শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাতে হচ্ছে।'

'কী হয়েছে গাড়ির?'

'চলছে না হতচ্ছাড়া! সিরাপ কম, না সোডা-ওয়াটারের মাত্রা বেশি হয়ে গেছে কিছুই ছাই বুঝতে পারছি না।'

গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে এসে টুকুন রেগে এক লাথি কষাল একটা চাকার ওপর।

ওর গায়ের কোর্তাটা প্যাণ্টের মতোই এত অসম্ভব রকমের কালো আর তেলচিটে যে দেখে মনে হয় বুঝি কালো চামড়ার তৈরি। গাড়ি চালানোর চেয়ে যখন তখন গাড়ি বিকল হয়ে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে বেচারিকে যে তার তলাতেই বেশি কাটাতে হয়েছে এটা বেশ বোঝা যায়। সোডা-ওয়াটার গাড়ির অনেক মালিককেই অবশ্য ঘন ঘন এরকম দুর্দশা ভোগ করতে হয়।

গাড়ির চারদিক একবার ঘুরে দেখল নাট, গাড়ির যন্ত্রপাতি ভালো করে দেখে নিল। কিন্তু কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গাড়ির তলায় গিয়ে ঢুকল। সেখানে খানিকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করার পর হামা দিয়ে বেরিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল, চিন্তায় পড়ে গিয়ে মাথা চুলকাল। নাটের পর গাড়ির তলায় ডুব মারল বল্টু, তারপর ফের ডুব মারল গাড়ির মালিক। এই ভাবে তারা একের পর এক পালা করে ডুব মারে আবার খাড়া হয়, কী করবে বুঝে উঠতে না পেরে গাড়ির দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায় আর মাথা চুলকায়।



শেষকালে নাট ইঞ্জিন অচল হওয়ার কারণ বার ক'রে ফেলল। গাড়ি চলতে শ্রুর্ করল। গাড়ির মালিক খ্ব খ্শি। নাট আর বল্টুর হাত ধরে গদগদ হয়ে বলল, 'তোমাদের উপকার আমি ভুলব না ভাই! তোমরা না থাকলে সন্ধে পর্যন্ত আমায় রোদে ভাজা ভাজা হয়ে মরতে হত এখানে। তোমরা কোথায় যাচ্ছ? বসে পড়, নিয়ে যাব।'

নাট আর বল্টু তাদের আসার কারণ বলল।

'ইস্কুর্প খোলার যন্তর, সাঁড়াশী আর হাতুড়ী আমার আছে, তোমাদের দিতে পারি। তবে রাংঝাল-কাঠি আমার নেই।'

'কিন্তু তোমাদের শহরের কারও কাছ থেকে কি পাওয়া যাবে না?'

'তা যাবে না কেন? খ্ব পাওয়া যাবে। আমাদের ইস্কুর্প মিস্তিরির কাছেই রাংঝাল-কাঠি আছে। চল ওর কাছে যাই।'

ওরা তিনজনেই গাড়িতে চেপে বসল। কয়েক মিনিটের মধ্যে এসে পড়ল ঘ্ড়িপ্রীর সদর রাস্তায়।





Николай Носов

ПОХОД ВИНТИКА И ШПУНТИКА В ГОРОД ЗМЕЕВКУ

На языке бенгали

Nikolai Nosov

BENDUM AND TWISTUM GO TO KITE TOWN

In Bengali

শিশুদের জন্য







আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে ‘আনাড়ির কাণ্ডকারখানা’ সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000130-5
ISBN 5-05-002902-3